Government of the People's Republic of Bangladesh
Prime Minister's Office
Governance Innovation Unit (GIU)

'Strengthening the Capacity of Public Administration for Achieving SDGs' (SCPA-SDG) Project

স্মারক নং- ০৩.০৩.২৬৯০.০৯৩.১৮.০০৩ (অংশ-২).১৮- ২৮০ তারিখ- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি- ২০২০-২১ (১ম পর্যায়)

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উচ্চতর শিক্ষায় (পিএইচডি এবং মাস্টার্স) "প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকগণের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ফেলোশিপে আবেদনকারীগণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও নির্দেশনাঃ

১) প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] থাকতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লেখিত ভর্তির শেষ তারিখ
১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে হতে হবে।একাধিক অফার লেটারসহ আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, PGD leading to Masters (মাস্টার্সের ক্ষেত্রে) অথবা MPhil leading to PhD (পিএইচডি এর ক্ষেত্রে) এর অফার লেটার কোনক্রমেই বিবেচনা করা হবে না।

২) বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর র‍্যাংকিং The Times Higher Education World University Overall Rankings 2020 অনুযায়ী ১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে হতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন র‍্যাংকিং বিবেচনা করা হবে না।

৩) আবেদনকারীর নিকট আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর (valid) TOEFL iBT/IELTS (Academic) স্কোর থাকতে হবে। IELTS (Academic) এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৬ (ছয়) ও TOEFL iBT এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৮০ (আশি)। উপর্যুক্ত স্কোর এর নিম্নে স্কোর প্রাপ্তগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা (আবেদনের শেষ তারিখে)ঃ

১. পিএইচডি - ৪৫ বছর
২. মাস্টার্স - ৪০ বছর

৫) সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে, মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬) বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে, মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭) পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদনপত্র পিএইচডি/ মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

৮) পিএইচডি কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং মাস্টার্স কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। বিদেশে সম্পন্ন স্নাতক/মাস্টার্স ডিগ্রি'র ক্ষেত্রে অবশ্যিকভাবে ইউজিসি কর্তৃক সমতা সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। অন্যথায় বিদেশে সম্পন্ন স্নাতক/মাস্টার্স ডিগ্রি'র সার্টিফিকেট ফেলোশিপ মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৯) সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক কোন পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি/ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে বৃত্তির তথ্য উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১০) ফেলোশিপের ফলাফল ঘোষণার পর ফেলোদের অধ্যয়নের বিষয় পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন এবং দেশ পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রার্থীর ব্যক্তিগত কোন কারণে নির্ধারিত কোর্সে, নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। একইসাথে উক্ত প্রার্থী ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের আওতায় কোন কোর্সে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

20/02/2020

১১) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক ৬০০ (ছয়শত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত সাক্ষীগণও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করবেন যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে, প্রকল্প দপ্তর ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act 1913 বা অন্য কোন প্রযোজ্য আইনে মামলা করতে পারবে।

১২) প্রকল্প দপ্তর, স্টিয়ারিং কমিটির *অনুমোদন* সাপেক্ষে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরার বিষয়ে এবং অন্যান্য যেকোন বিষয়ে প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নতুন শর্ত সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে।

১৩) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন সাবমিশনের পূর্বে ডিক্লারেশন ফরমের নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সম্বলিত স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৪) এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বিষয়ে আবেদন করা যাবে।

১৫) ফেলোশিপের আওতায় স্পন্সরকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সীমাঃ

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত কোর্স সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অর্থই প্রয়োজন হোক না কেন, ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের সর্বমোট পরিমাণ মাস্টার্স কোর্সের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক হবেনা। তবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর র‍্যাঙ্কিং The Times Higher Education World University Overall Rankings 2020 অনুযায়ী ১ থেকে ৫০ এর মধ্যে হলে তাঁর অনুকূলে উর্দ্ধসীমার সর্বোচ্চ ১০% অর্থ অতিরিক্ত মঞ্জুর করা যেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাস্টার্স কোর্সের উর্দ্ধসীমা ৬৬ (ছেষট্টি) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের উর্দ্ধসীমা ২২০ লক্ষ বা দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকা হতে পারে।

১৬) আবেদন পদ্ধতি:

১. আবেদনকারীকে ফেলোশিপ এর ওয়েবসাইট **www.pmfellowship.pmo.gov.bd** এ প্রবেশ করে Eligibility Test এ অংশগ্রহণ করতে হবে। Eligibility Test এ উত্তীর্ণ আবেদনকারী একটি ভেরিফাইড ই-মেইল একাউন্ট ও মোবাইল ফোন নম্বরের মাধ্যমে ফেলোশিপের ওয়েবসাইটে নিজের একটি একাউন্ট খুলতে পারবেন। উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে একজন আবেদনকারী তার আবেদন তৈরি এবং জমা প্রদান করতে পারবেন। আবেদন জমা/ সাবমিট করার পূর্ব পর্যন্ত একাধিকবার আবেদন সংশোধন করা যাবে। আবেদন জমা দেয়ার পর আবেদনকারী ই-মেইল ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসূচক (Confirmation) বার্তা পাবেন। আবেদনকারীকে আবেদন নম্বরটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অনলাইনে আবেদনের পর আবেদনের সফট (PDF) কপি আবেদনকারীর নিজের এবং তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিলসহ অনলাইনে সাবমিট করতে হবে। আবেদনের হার্ডকপিটি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ “মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও-১২১৫, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩. আবেদন ফরমে Applicant Category নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিসিএস কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ‘নন বিসিএস সরকারি (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য)’ ক্যাটাগরিতে বিবেচিত হবেন। যেমন: সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৪. বেসরকারি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সরকারি এবং নন বিসিএস সরকারি ক্যাটাগরির নয় এমন সকল প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।

১৭) অনলাইন আবেদনের শেষ সময়: ০৫ এপ্রিল ২০২০, বাংলাদেশ স্থানীয় সময় বিকাল ০৫.০০টা।

20/02/2020

১৮) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

১. Applicant's suitability for the scholarship, linkage of proposed research /study with SDG implementation, future prospects of utilizing the acquired knowledge through this study program এবং professional experience উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনধিক ১০০০ শব্দে 'Statement of Purpose' নির্ধারিত স্থানে টাইপ করতে হবে। উক্ত 'Statement of Purpose' এর কোন অংশেই আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবে না, তবে বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদবি, কর্মস্থল ব্যবহার করা যাবে।

২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট ও মার্কসিট/ ট্রান্সক্রিপ্ট এর কপি'র PDF ভার্সন সংযুক্ত/ Upload করতে হবে;

৩. জাতীয় পরিচয় পত্র (National Identity Card-NID) এর কপির PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

৪. TOEFL iBT/ IELTS (Academic) পরীক্ষার ফলাফল এর কপির PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

৫. বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) Unconditional offer letter (full-time) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

৬. অভিজ্ঞতার সনদ (শুধুমাত্র বেসরকারি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

৭. আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবির JPG/JPEG ফরম্যাট Upload করতে হবে;

৮. ডিক্লারেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনকারী এবং তার কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর (তারিখসহ) ও সীলসহ (যথাস্থানে) Upload করতে হবে।

৯. আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে, চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার প্রমাণক (গেজেট নোটিফিকেশন এর কপির PDF ভার্সন) যথাস্থানে Upload করতে হবে।

১০. বিদেশে সম্পন্ন স্নাতক/মাস্টার্স ডিগ্রি'র ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ইউজিসি কর্তৃক সমতা সার্টিফিকেট এর কপির PDF ভার্সন যথাস্থানে Upload করতে হবে।

১৯) ফেলোশিপের আওতায় প্রদেয় বিভিন্ন ভাতার হার এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর এর জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েবসাইট www.giupmo.gov.bd তে রক্ষিত Frequently Asked Questions (FAQ) দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০) Frequently Asked Questions (FAQ) তে বর্ণিত নেই এমন ফেলোশিপ সংক্রান্ত যেকোন তথ্যের জন্য **+৮৮০১৩১০৫৯৪৫১০** নম্বরে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২১) ফেলোশিপ নির্বাচনকালীন যে কোন পর্যায়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

20/02/2020

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প
ও
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০২৯৬২২